গাংনীতে বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরণ, এলাকায় আতংক

লাল কসটেপ মোড়ানো বস্তুর গায়ে লাথি মারতেই বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটেছে। এতে কেউ হতাহত না হলেও এলাকায় নতুন করে তৈরী হয়েছে আতংক।

গাংনী উপজেলার কড়ুইগাছি বাজারের আদম ব্যবসায়ী রোকন আলীর মার্কেটের সামনে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।
আজ বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১১ টার সময় এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, খবর শোনার পর পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্য গেছেন।

মার্কেটের মালিক আদম ব্যবসায়ী রোকন জানান, আমি চারদিন আগে ঢাকায় এসেছি। আজকেই বাড়ি ফেরার জন্য পথের মধ্যে আছি। কড়ুইগাছি বাজারে আমার মার্কেট সংলগ্ন দ্বোতালা বাড়ি। মার্কেটে একটি রুম আমি আদম ব্যবসার অফিস হিসেবে ব্যবহার করি। অপর দুটিতে দোকান হিসেবে ভাড়ায় দেওয়া হয়েছে। আজ সকাল ১১ টার দিকে লাল কসটেপ মোড়ানো একটি বোমা পড়ে থাকতে দেখে ভাড়াটিয়া দোকানদার ধীরেন দাশ না বুঝেই সেটিকে লাথি মারে। লাথি মারার সাথে সাথে বিকট শব্দে বোমার বিস্ফোরণ। তবে কেউ হতাহত হয়নি।

উল্লেখ্য, গত ৪ নভেম্বর সকালে কড়ুইগাছি গ্রামের শ্রমিকলীগের রাইপুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সুমন ইসলামের বাড়ি থেকে দুটি হাতবোমা ও লাশ দাফনের সরঞ্জামসহ প্রাণনাশের হুমকি সংবলিত চিরকুট উদ্ধার করা হয়।

পরপর বোমা উদ্ধার ও বোমার বিস্ফোরণের ঘটনায় এলাকায় নতুন করে আতংক বিরাজ করছে।

গাংনীতে পৌর গাইডলাইন বিষয়ক এ্যাডভোকেসী সভা

মাঠ,পার্ক ও উম্মুক্ত স্থান, স্থানীয় জনগনকে শরীরচর্চায় উদ্বুদ্ধকরনে পৌর গাইডলাইন বিষয়ক এ্যাডভোকেসী সভা আয়োজন করা হয়েছে।

সিটিজেন নেটওয়ার্কের সহযোগীতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউকের আয়োজনে আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে গাংনী পৌরসভার সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মউকের নির্বাাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাাহী অফিসার ও গাংনী পৌরসভার প্রশাসক প্রীতম সাহা।

সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন মউকের নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম।

নারীদের মুক্তভাবে চলার জন্য বিভিন্ন রোগ ও স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা করেন গাংনী সাস্থ্য কমপ্লেক্স ডাক্তার (আর এম ও) মাসুদুর রহমান।

এসময় আরো বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ নাছির উদ্দীন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ হোসনে মোবারক, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আসাদুজ্জামান, সহকারী প্রকৌশলী ও সচিব মোঃ শামীম রেজা।

মানবাধিকার কর্মি ফাহিমা অখতারের পরিচালনায় জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক ও যুবসমাজের প্রতিনিধি সহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার প্রায় অর্ধশতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ডিএপি সার জব্দ করে কৃষকদের মাঝে বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৮৮ বস্তা ডিএপি সার জব্দ করেছে কৃষি অফিস। পরে কৃষকদের মাঝে সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুরে গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামের কৃষক ফিরোজুল ইসলাম ওরফে ইদুর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এ সার জব্দ করা হয়।

গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়নের নওপাড়া ব্লকের উপ-সহকারি কৃষি অফিসার ফরিদ হোসেন ও সোহেল রানা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সারগুলো উদ্ধার করেন। এসময় ট্রাক থেকে সারগুলো আনলোড করা হচ্ছিল।

পরে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার রাসেল রানার তত্বাবধানে জব্দকৃত ডিএপি সার স্থানীয় ৫৩ জন কৃষকের মাঝে সরকারি মূল্যে বিক্রি করা হয়।

উপজেলা কৃষি সস্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ রাসেল রানা জানান, সারগুলো স্থানীয় ডিলারদের মাধ্যমে মজুদ করা হয়নি। এলাকার কিছু কৃষক পার্শ্ববর্তি জেলা থেকে সারগুলো সংগ্রহ করেছিলেন। যেসব কৃষক সারগুলো সংগ্রহ করেছেন তাদের মাঝেই জব্দকৃত সার বিতরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে জাতীয় নাগরিক কমিটির মতবিনিময় সভা

জাতীয় নাগরিক কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ বলেছেন, তারুণ্যের মধ্যে রয়েছে দেশ প্রেম, কর্মস্পৃহা, কাজের প্রতি প্রতিজ্ঞা। তাই বয়স্কদের

পরামর্শে আজকের তারুণরা আগামীতে দেশ গঠণে কাজ করবে। তরুণদের কাজের মধ্য দিয়ে দূর্ণীতিমুক্ত, বৈষম্যহিন একটি সুন্দর, সম্প্রীতির এক সম্ভাবনার বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।

গতকাল সোমবার বিকালে ফ্যাসিবাদি ব্যবস্থার বিলোপ ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বায়নের লক্ষ, জাতীয় নাগরিক কমিটি মেহেরপুরের “গাংনী রাইজিং”র উদ্যোগে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় একথা বলেন তিনি। গতকাল সোমবার বিকালে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আমির হামজার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, নাহিদ মাহমুদ, প্রকৌশলী সাজেদুর রহমানসহ স্থানীয় সংবাদিক, অ্যাডভোকেটসহ নানা পেশার প্রতিনিধি।

জাতীয় নাগরিক কমিটি (জানাক)’র উদ্যেশ্য ও লক্ষ তুলে ধরে অ্যাডভোকেট শাকিল আহমেদ আরও বলেন, ‘ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বাস্তবায়নের কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে এবং জুলাই অভ্যুত্থানের স্পিরিটকে সমুন্নত রাখতে জাতীয় নাগরিক কমিটির সাংগঠনিক কাঠামো গঠন করা হয়েছে। আমাদের অসংখ্য ছাত্র ছাত্রী ভাই বোন বুকের তাজা রক্ত দিয়েছে আমাদের কথা বলার স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য।

জুলাই বিপ্লবে অসংখ্য শহীদ ভাইদের বিচার নিশ্চিত, তাদের পরিবারকে পূনর্বাসন, আহতদের চিকিৎসাসেবা ও তাদের সহযোগীতা নিশ্চিত করতেই জাতীয় নাগরিক কমিটির পথ চলা শুরু হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বৈষম্যহীন এই নতুন বাংলাদেশের শ্রমিক, দিনমজুরসহ সকল শ্রেনী পেশার মানুষ যেনো তাদের নিজের কথা নিজে বলতে পারেন, নিজের স্বার্থ নিজে নিশ্চিত করতে পারেন। আমরা বাংলাদেশে তরুণ জনগোষ্ঠীর কথা বলতে চাই। আমরা পঞ্চাশ অনুর্ধ্ব রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত নির্মাণ করবো। যাতে এই জুলাই বিপ্লব বার বার ফিরে না আসুক। এদেশ থেকে এক ফ্যাসিবাদকে উৎখাত করা হয়েছে। এদেশে ভবিষ্যতে আবারও কোনো ফ্যাসিবাদের জন্ম হলে জুলাই-আগষ্টের মত হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী তরুণ মাঠে নেমে তাদের উৎখাত করবে। বাংলাদেশে যে ফ্যাসিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল তারা পালিয়ে গেছে। তারা আর ফিরে আসতে পারবেনা। তিনি বলেন, বাংলাদেশে পার্শ্ববর্তি দেশ ভারতের যে আধিপত্য ছিল সেটা ইতোমধ্যে মুছে

ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। গত ১৬ বছরে দিল্লীর কোনো অন্যায় কাজকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। এখন তাঁদের অন্যায় কাজগুলোকে বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ করছে। তারা বাংলাদেশের কনস্যুলেটে হামলা ও পতাকা পুড়িয়েছে। তার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। ফলে দিল্লী বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়েছে। এদেশে অন্য কোনো রাষ্ট্রের আধিপত্যবাদ চলবেনা।

তিনি বলেন, জাতীয় নাগরিক কমিটি সৎ, যোগ্য লোক খুঁজছে। জাতীয় নাগরিক কমিটির মাধ্যমেই যে নতুন দল তৈরী হবে সেখানে ছাত্র, তরুণ ও বয়স্কদের অংশগ্রহণ থাকবে। সেই তারুণ্য নির্ভর দলই এগিয়ে নিয়ে যাবে এই নতুন বাংলাদেশকে। যেখানে একজন যুবক লেখাপড়া শেষ করার পর কর্মসংস্থানে জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবেনা, চাকুরীর জন্য আত্মহত্যার পথ বেচে নেবেনা। যেখানে সকল মানুষের অধিকার নিশ্চিত হবে।

যেখানে থাকবেনা কোনো বৈষম্য, রাজনৈতিক হানানহানি। মানুষের মত ও পথের নিশ্চিয়তা থাকবে। কেউ রাতের আঁধারে কাউকে মিথ্যা মামলায় ধরে নিয়ে যাবেনা। খুন, গুম হবেনা। এটাই নিশ্চিত করতে চাই জাতীয় নাগরিক কমিটি। এক্ষেত্রে জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এক সাথে কাজ করবে।

তিনি আরও বলেন, ৩৬ জুলাই ফ্যাসিবাদি হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর বৈষম্যমুক্ত নতুন বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ সৃষ্টির পর, দেশে অন্তবর্তি সরকার গঠিত হয়েছে। তার আগের বাংলাদেশে চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব, অর্থবাণিজ্য, হানাহানি, মারামারী একই গ্রপের মধ্যে মারামারি হয়ে হত্যার ঘটনাগুলো ছিল। আমরা আর সেই বাংলাদেশ দেখতে চাইনা।

এসময় তিনি জুলাই বিপ্লবের শহীদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন, এবং আহতদের এবং তাদের পরিবারের অভিভাবকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

হাসপাতালেই দিন কাটছে বৃদ্ধ ছলেমানের

এক সময়ের স্বচ্ছল গরু ব্যবসায়ী, রয়েছে দ্বোতলা বাড়ি। সংসারে রয়েছে স্ত্রী ও প্রতিষ্ঠিত সন্তান সন্ততি। ছেলে ও স্ত্রীর প্রতারণার শিকার হয়ে জমিজমা বাড়িঘর সব হারিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো ছলেমান অবশেষে ঠাঁই নিয়েছে হাসপাতালে। ঘরের গেটে তালা দেয়ার কারনে এক মাস ধরে হাসপাতালে কাটছে বৃদ্ধ ছলেমানের দিন। বৃদ্ধ ছলেমান(৬৫) মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের মহম্মদপুর গ্রামের মৃত খেদু বিশ্বাসের ছেলে।

বৃদ্ধ ছলেমান জানান, আমার দুই ছেলে। বড় ছেলে সুমন লেখাপড়া শেষে ঢাকায় একটি গার্মেন্টসে বড় পদে চাকরি করে। ছোট ছেলে রিপন গ্রামে কৃষি কাজ করে। বড় ছেলের সাথে ঢাকায় থাকে স্ত্রী ইশারন নেছা।বছর খানেক আগে আমার ব্রেইন স্ট্রোক হয়। আমাকেও আমার বড় ছেলে ঢাকায় নিয়ে যায়। কয়েকমাস পর অপারেশন করার কথা বলে ডাক্তারখানায় নিয়ে যায়। এবং একটি ষ্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নেয় বড় ছেলে সুমন ও স্ত্রী ইশারন নেছা।

তিনমাস ঢাকায় থাকার পর আমাকে আবার ছোট ছেলে রিপনের কাছে গ্রামে রেখে যায়। কিছুদিন পর আমার ছোট ছেলে জানতে পারে ১৩ শতক জমিসহ দুই তলা ঘরসহ সব কিছু লিখে নিয়েছে। পরে বিষয়টি বড় ছেলেকে জানতে চাইলে সব রেজিস্ট্রি করে নেয়ার কথা স্বীকার করে এবং ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলে। আমি বাড়ি ছাড়তে না চাইলে ঢাকায় থেকে বাড়ি এসে আমাকে জোর করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেয়। আমি নিরুপায় হয়ে বেশ কয়েকদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি। ভিক্ষাও করতে হয়েছে। আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে গাংনী আমাকে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর তত্ত্বাবধানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করায়। একমাস যাবৎ আমি গাংনী হাসপাতালের বেডে পড়ে আছি। এপর্যন্ত স্ত্রী সন্তান আমার কোনো খোঁজ নেয়নি। হাসপাতালের খাবার খায় আর বেডে শুয়ে থাকি। ডাক্তার আসে,ছুটি দেয়। আমি আবার ভর্তি হই। এভাবেই এক মাস হাসপাতালেই দিন যাপন করছি।

ছলেমানের ছোট ছেলে রিপন আলী জানান,আমি আমার বাবাকে আমার কাছে রাখতে চাই। কিন্তু তিনি আমার কাছে থাকতে চাইনা। জমি ও বাড়ি লিখে

নির্বাচনের জন্য যৌক্তিক সময় দিতে চাই জামায়াত’ —মোবারক হোসাইন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যশোর-কুষ্টিয়া আঞ্চল পরিচালক মোবারক হোসাইন বলেছেন, ‘অন্তর্বতীকালীন সরকারকে নির্বাচনের জন্য যৌক্তিক সময় দিতে চাই জামায়াত।

আজ রোববার (২২ ডিসেম্বর) বিকালে গাংনী হাইস্কুল ফুটবল মাঠে উপজেলা জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত বিশাল কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।



গাংনী হাইস্কুল ফুটবল মাঠে উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোবারক হোসাইন আরও বলেন, বর্তমান সরকারকে টিকে রাখার জন্য দলমত নির্বিশেষে এই সরকারকে বসানো

হয়েছিলো। এই সরকারকে ফেলে দেয়ার জন্য বহির্বিশ্বে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। এই ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে আমাদেরকেই সজাগ থাকতে হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশকে বেকায়দায় ফেলার জন্য পতিত স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসরেরা বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন রূপধারণ করে আন্দোলনে আসতে চাচ্ছে। কোন সময় আনসারলীগ, রিক্সালীগ, গার্মেন্টস শ্রমিকলীগ, ইস্কনলীগ সেঁজে মাঠে নামছে তারা।

অন্তবর্তীকালীন সরকারকে উদ্যেশ্য করে তিনি আরও বলেন, আমরা বলবো আপনার গোয়েন্দা সংস্থার লোক লাগিয়ে খোঁজ-খবর রাখেন এরা যেন আর মাথা চাড়া দিতে না পারে।

নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগামী নির্বাচন হবে ফ্রী-ফেয়ার অংশগ্রহণমুলক সকলের গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। যে নির্বাচনে দেশের সকল রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং প্রত্যেকটা ভোটার নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবেন। এই নির্বাচনের আয়োজন করতে পারবেন বর্তমানের নবনির্বাচিত নির্বাচন কমিশন। এই আশা আমাদের আছে, যোগ করেন তিনি।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনা ভারতে বসে বাংলাদেশের বিষয়ে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের মানুষকে বাড়তি সতর্কতা থাকবেন। কারণ, আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নির্বাচন করতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে বাংলাদেশের মানুষ সিদ্ধান্ত নেবেন।

প্রধান অতিথি আরো বলেন, আওয়ামী লীগ বাকশালী, ডামি ও স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট সরকার এই দেশটাকে একক পরিবারের হাতে জিম্মি করে রেখেছিল। আওয়ামী লীগ সরকার লুটপাট করে দেশটাকে ফাঁকা করে দিয়েছে ব্যাংকে কোন টাকা নাই। দেশের মানুষ অনেক কষ্টে রয়েছে। প্রত্যেকটা জিনিসের দাম ঊর্ধ্বগতি। বাজার করতে গেলে সাধারণ মানুষের হিমশিম খাচ্ছে একটাই কারণ দেশের অর্থনৈতিক পঙ্গু করে ফেলে গেছে স্বৈরাচার পতিত আওয়ামী লীগ সরকার।

তিনি বলেন, স্বৈরাচার সরকার মনে করেছিল জামায়াতকে বাংলার মাটি থেকে নিঃশ্বেষ করে দেবে কিন্তু পারেনি। কারণ দেশের মানুষ জামায়াতের সাথে আছে। জামায়াতের প্রথম সারির নেতাদেরকে অন্যায় ভাবে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে যা পৃথিবীতে কোন নজির নাই এই ধরনের বিচার যা মেনে নেয়া যায় না।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর ডাক্তার মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম এবং সঞ্চালনায় ছিলেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারী মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ও পৌর জামায়াতের সেক্রেটারী ওয়াস কুরুনী জামিল ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর যশোর-কুষ্টিয়া আঞ্চল টিম সদস্য ড: আলমগীর বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা আমীর মাওলানা তাজ উদ্দীন খান, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা মাহবুব উল আলম, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর জারজিস হুসাইন, জেলা জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারী মাওলানা রুহুল আমিন, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী ইকবাল হুসাইন, মেহেরপুর পৌর জামায়াতের আমীর সোহেল রানা ডলার।

আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা, গাংনী উপজেলা জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা আব্দুল মজিদ, মাওলানা আব্দুর রহমান, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি মো: আবু রায়হান।

উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর আহসানুল হক।

কর্মী সমাবেশে জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি, কর্মপরিষদ সদস্য, উপজেলা আমীর ও সেক্রেটারিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কর্মী সম্মেলনে মনোমুগ্ধকর হামদে বারী ও ইসলামী সংগীত পরিবেশনা করেন গাংনী আল আকসা শিল্প গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ ১৭ বছর পর জামায়াতে ইসলামী গাংনী উপজেলায় এই প্রথম কর্মী সম্মেলন করলো।

এদিকে জামায়াতের কর্মী সম্মেলনকে কেন্দ্র করে গাংনী উপজেলা শহর মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার নেতাকর্মী ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে মিছিল সহকারের এসে সম্মেলনে যোগদান করেন।

গাংনীতে পিএসকেএসের উদ্যোগে মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যান সমিতির অধীনে উত্তম ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার (২২ ডিসেম্বর) সকালে সংগঠিত সংস্থার সমন্বিত কৃষি ইউনিটের মৎস্য খাতের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ২ দিনব্যাপি ”উত্তম ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ রোকনুজ্জামান, সদর উপজেলার সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ জাকির হোসেন,পিএসকেএসের উপ-পরিচালক মোঃ কামরুল আলম, পিএসকেএসের মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ ইকরামুল হাসান ও সহকরী মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ খালেদ কবির সহ সমন্বিত কৃষি ইউনিটের সদস্যবৃন্দ।

উক্ত অনুষ্ঠানে উত্তম ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা, শীতকালে মৎস্য চাষীদের করণীয়, মাছের সাধারণ রোগ ও প্রতিকার, দেশি মাছ চাষের গুরুত্ব সহ মাছ চাষ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

মেহেরপুরে অল্পের জন্য রক্ষা পেলো হানিফ পরিবহনের যাত্রীরা

মেহেরপুরের গাংনীতে হানিফ পরিবহনের একটি দুরপাল্লার যাত্রীবাহী বাস রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাঁশ বোঝায় ট্রাকের সাথে ধাক্কা খেয়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনায় পড়েছে।

অল্পের জন্য বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন বাসের যাত্রীরা। তবে এতে বাসের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে গেছে।

আজ রোববার (২২ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৭ টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলার শুকুরকান্দি নামক এলাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। এসময় কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল রাস্তা। এঘটনায় বাসের চালকের সহকারি মুনির হোসেন (২৫) সামান্য আহত হয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, সকাল ৭টার দিকে ঢাকা থেকে মেহেরপুরের উদ্দেশে ছেড়ে আসা হানিফ পরিবহনের একটি বাস যার নং ঢাকা মেট্রো ব ১৫-৯২৬৬ নামের একটি বাস রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা বাঁশ বোঝায় একটি ট্রাক (যার নং চট্ট মেট্রো ন ১১ ৬১ ২৪) কে ধাক্কা দেই। এসময় যাত্রীবাহি বাসটির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়।

বাসের চালক বাবলু হোসেন জানান, ‘সকালটা কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল। রাস্তা দেখা যাচ্ছিলনা। আমি গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে আস্তে আস্তে আসছিলাম। বাঁশ বোঝায় ট্রাকটি রাস্তার উপরেই দাঁড় করিয়ে চালকসহ লোকজন চলে গেছে। নিরাপত্তার জন্য সামনে ও পেছনে লাইটও জ্বালিয়ে রাখেনি ট্রাকের চালক। কুয়াশার কারনে সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছিলনা। এক পর্যায়ে ট্রাকের পিছনে ধাক্কা লাগে। এসময় বাসে ৩/৪ জন যাত্রী ছিলো।

তবে, ট্রাকের চালকসহ অন্য কাউকে সেখানে পাওয়া যায়নি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে গাড়িটি উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু কেউ হতাহত হয়নি’।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির নবগঠিত আহবায়ক কমিটিকে গাংনী

ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা

মেহেরপুর জেলা বিএনপির নবগঠিত আহবায়ক শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন ও সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, যুগ্ম আহবায়ক প্রভাসক ফয়েজ মোহাম্মদকে ফুলেল সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

গাংনী বাজারের সকল ব্যবসায়ী সংগঠণ, সাধারণ ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠণের পক্ষ থেকে এই সংবর্ধণা প্রদান করা হয়।

আজ শনিবার (২১ ডিসেম্বর) রাত ৮ টার দিকে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয়ে এসে ব্যবসায়ীরা এই সংবর্ধনা প্রদান করেন। এসময় জাভেদ মাসুদ মিল্টনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ ব্যবসায়ীদের মিষ্টি মুখ করানো হয়।

সংবর্ধণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির আহবায়ক শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, যুগ্ম আহবায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ।

গাংনী বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি মাহবুবুর রহমান স্বপন, সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমান বুলু, সার ব্যবসায়ী এনামুল হোসেন, মোহাম্মদ জিনারুল ইসলাম, স্বর্ন ব্যবসায়ীর পক্ষে জাহিদুল ইসলাম, সালাহ উদ্দিন, রানা আহমেদ, বিনয় কুমার, বস্ত্র ব্যবসায়ীদের পক্ষে আক্তারুজ্জামান কাজল, রবিউল ইসলাম, রেজাউল হক, পরিবেশক সমিতির পক্ষে খোকন, হকার্স মার্কেটের পক্ষে এনামুল হক, আব্দুল বাকী, মার্কেট মালিক সমিতির পক্ষে দেলোয়ার হোসেন বাবু, ইলেক্ট্রনিক ব্যবসায়ীদের পক্ষে সাজু, হাজি সমিতির পক্ষে শফিউল ইসলাম তাদের ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে অভিনন্দন জানান।

গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংবর্ধণা অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক, গাংনী পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইনসারুল হক ইন্সু, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার

আলী, গাংনী উপজেলা যুবদলের সদস্য সচীব জাহিদুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সস্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লবসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে জামায়াতের যুব বিভাগের উদ্যোগে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গাংনীতে জামায়াতে ইসলামীর যুব বিভাগের উদ্যোগে বিশাল র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী পৌর যুব বিভাগের উদ্যোগে আজ শনিবার (২১ ডিসেম্বর) বিকালে এই র্যালিটি গাংনী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ও হাসপাতাল চত্তর ঘুরে গাংনী বড়বাজার শহীদ আবু সাঈদ চত্বরে এসে শেষ হয়।

র্যালি শেষে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গাংনী পৌর যুব বিভাগের সভাপতি মোঃ জয়নাল আবেদীন।

সমাবেশ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা যুব বিভাগের সেক্রেটারি মজনুল হক লিপটন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনীয় উপজেলা যুব বিভাগের সভাপতি মোঃ আবু সায়েম, গাংনী পৌর জামায়াতের সেক্রেটারি ওয়াস কুরুনি জামিল, উপজেলা জামাতের বাইতুল মাল সম্পাদক শামসুল হুদা।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী পৌর যুব বিভগের সেক্রেটারি যুব বিভাগের রওশন মাহমুদ, পৌর জামাতের চার নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি হাফেজ সাইফুল্লাহ, ৭ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি হাসান সাঈদ সরোয়ার প্রমুখ।

আগামীকাল রবিবার ২২ ডিসেম্বর গাংনী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর

কর্মী সমাবেশ উপলক্ষে এই র্যালির আয়োজন করে জামায়াতে ইসলামীর যুব সংগঠনটি।

এদিকে কর্মী সম্মেলনের নির্ধারিত স্থান গাংনী ফুটবল মাঠটি পরিদর্শন করেছেন জামায়াত নেতৃবৃন্দ।

বিকালে গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর ডাক্তার মো: রবিউল ইসলাম, জেলা জামায়াতের সূরা সদস্য সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা, পৌর জামায়াতের আমীর আহসানুল হক, উপজেলা জামায়াতের বায়তুল মাল সম্পাদক জিল্লুর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ ১৭ বছর পর জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে গাংনীতে রাজনৈতিক কর্মসূচী পালন করতে যাচ্ছে দলটি। কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যশোর- কুষ্টিয়া অঞ্চল পরিচালক মোবারক হোসাইন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখবেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজ উদ্দিন খানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।